দৈনিক খবর

তারিখ 21 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস রোধে ৪ দফা দাবী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধে ৪ দফা দাবী জানিয়ে দেশের ২৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নাগরিক গত বৃহস্পতিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, সন্ত্রাসী তৎপরতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী এবং গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। এজন্য সন্ত্রাস প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মঈন হোসেন রাজুর হত্যাকান্ড সারা দেশকে ব্যথিত, স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। গত ন'মাসে সেখানে সাত জনের শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে। সন্ত্রাস বিরোধী মিছিলে পুলিশের উপস্থিতিতে ঘাতকদের গুলীর ঘটনার আকস্মিকতা ও নিষ্ঠুরতা আমাদের যেমন বিমূঢ় করেছে, তেমনি আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর ভূমিকা আমাদের মনে প্রশ্নের জন্ম দেয়।

এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইয়াসির আরাফাত পিটু গুলীতে নিহত হয়েছে এবং শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়েছে মধ্যযুগীয় বর্বরতায়। তাদের মধ্যে অনেকেরই হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয়া হয়েছে। ঠিক এমনি নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সন্ত্রাসী তৎপরতায় সেখানে বছরাধিককাল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ অচল হয়ে আছে। বস্তুতঃ সন্ত্রাস আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশে স্বৈরাচারের পতন এবং সফল নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর আমরা সকলেই আশা করেছিলাম যে, স্বৈরাচার নিজের স্বার্থে দীর্ঘকাল যে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে এবারে সকলের প্রচেষ্টায় তার অবসান হবে। সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। আমাদের চার পার্শ্বে যে সকল সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে তা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী শুধু নয়, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে প্রধানঅন্তরায়।

বিবৃতিতে সন্ত্রাস পরিস্থিতির অবসানের জন্য ৪ দফা দাবী জানানো হয়। দাবীগুলো হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের শৃংখলা রক্ষার আহবান জানানোর মধ্যদিয়ে কর্তব্য শেষ না করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে, মৌখিক ঘোষণাই যথেষ্ট নয়- সকল ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দল থেকে চূড়ান্তভাবে সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করতে হবে। সরকারকে নিরপেক্ষভাবে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও যথাবিহিত শাস্তি দিতে হবে এবং সরকারী কোন সংস্থা যেন তাদের প্রশ্রয় না দেয় তাও নিশ্চিত করতে হবে। সন্ত্রাস দমনে স্নেহ-মমতা ও মতাদর্শগত সহমর্মিতার উর্দ্ধে উঠে শিক্ষক, অভিভাবক ও সকল সচেতন নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে।

বিবৃতিতে সাক্ষরকারীরা হচ্ছেন ঃ ডঃ কামাল হোসেন, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক আনিসউজ্জামান, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, শামছুল হক চৌধুরী, ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন, ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক মজহারুল ইসলাম, ডঃ জহুরুল হক, শিল্পী হাশেম খান, শফিক রেহমান, জিয়াউল হক, জহিরুল ইসলাম, ডঃ এ মাজেদ, শাহেদ আলী, কমান্ডার আবদুর রউফ, মুর্তুজা খান, আবদুস সালাম তালুকদার ও রায়হান ফেরদৌস।

41